বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রাম

চাঁদাবাজির বাণিজ্য

চট্টগ্রামের উন্নয়ন বক্তৃতাবাজ রাজনীতিবিদদের গালভরা বুলিতে। রাজনীতিবিদদের পোষ্য মাস্তানরাই ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান বাধা। পুলিশ ও ব্যবসায়ীদের পক্ষে নয়, তারাও শেল্টার দেয়া মাস্তান-রাজনীতিবিদদের... চট্টগ্রাম থেকে লিখেছেন **সুমি খান**

সন্ত্রাস, অপহরণ, হত্যা, ছিনতাই, চাঁদাবাজি এবং জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বার বার টানা হরতাল চরমভাবে বিঘ্নিত করছে বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রামের স্বাভাবিক বাণিজ্যিক কার্যক্রম। বহুজাতিক কোম্পানিগুলো সরকারের নীতি-বির্ধারণী প্রক্রিয়া এবং বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা ঢাকাকেন্দ্রিক হওয়ায় তাদের সদর দপ্তর মাইগ্রেট করে ঢাকায় নিয়ে যাচ্ছে। অথচ ষাটের দশকের গোড়া থেকেই গ্ল্যাক্সো ওয়েলকাম, রেকিট অ্যান্ড কোলম্যান, ইউনিলিভার, জেমস ফিন্‌লে পিএলসি, বার্জার, বিএটিসহ ১০টি বহুজাতিক কোম্পানি বেশ সফল এবং স্বাধীনভাবেই তাদের ব্যবসা চট্টগ্রাম থেকেই সারাদেশে পরিচালনা করে আসছে। 'এ যেন সুগভীর ষড়যন্ত্র'— মনে করেন চট্টগ্রামের ব্যবসায়ী মহল। না হলে ১৯৯৪ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামের লালদীঘি মাঠের জনসভায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া চট্টগ্রামকে 'বাণিজ্যিক রাজধানী' ঘোষণা দিয়ে ব্যাবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত সব সরকারি দপ্তর চট্টগ্রামে স্থানান্তর করার ঘোষণা দিলেও সেটা কেবল মেঠো বক্তৃতায় পরিণত হলো কেন? পরবর্তী সময়ে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও একই ঘোষণা দিয়ে তা বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেই ঘোষণাও মাঠেই শেষ। 'বাণিজ্যিক রাজধানী' ঘোষণার ৭ বছরে প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল তাদের প্রতিশ্রুতির প্রতি বিন্দুমাত্র সততা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত সরকারি দপ্তর বা বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কোনোটিরই প্রধান কার্যালয় চট্টগ্রামে স্থাপন করেনি। অথচ অধিকাংশ বেসরকারি ব্যাংকের মালিকানা চট্টগ্রামের উদ্যোক্তাদেরই। দেশের প্রথম ইপিজেড চট্টগ্রামে স্থাপিত হবার আইন জারি করে ইপিজেডগুলোর নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান বেপজার সদর দপ্তর চট্টগ্রামে স্থাপিত হলো— স্থানান্তরিত হয়ে এ কার্যালয় ঢাকা চলে গেলো! সর্বাধিক রাজস্ব এখান থেকে আহরিত হলেও রাজস্ব বোর্ডের শুল্ক মূল্যায়ন দপ্তরও ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অথচ চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস থেকেই বছরে প্রায় ছ'হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আহরিত হয়।

'অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আমরা পাইনি। সবকিছু ঢাকা কেন্দ্রিক। ব্যবসায়ীদের জন্যে ইস্যুবিহীন ঘন ঘন হরতাল ভীষণ ক্ষতি করছে'
সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ

'ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার' স্থাপনের উদ্যোগও ব্যর্থ হয়ে গেছে। সফল হয়েছে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উদ্যোগ। তবে এর মধ্যে অনেক কিছু থেকে চট্টগ্রাম বঞ্চিত হয়েছে। বহুজাতিক কোম্পানিগুলো একে একে ঢাকায়

স্থানান্তরিত হচ্ছে। ব্যাহত হচ্ছে বন্দরনগরী চট্টগ্রামের শিল্প-বাণিজ্যের স্বাভাবিক বিকাশ। বিশ্বায়নের যুগে আধুনিক পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক কার্যক্রমের তেমন কোনো সুযোগ চট্টগ্রামে সৃষ্টি হয়নি। ফলে ঢাকাকেন্দ্রিক দৌড়-ঝাঁপই স্বাভাবিক চিত্র।

অথচ শিল্প বাণিজ্যের ইতহাসে অষ্টম শতক থেকে চট্টগ্রাম বন্দরের অগ্রযাত্রা। পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, আর্মেনীয়, ফরাসি, ডমেনিকান, ইংরেজদের অন্যতম বাণিজ্যিক বন্দর চট্টগ্রাম আজ ক্ষয়িষ্ণু নগরী। নিজেকে নিংড়ে দেশকে সমৃদ্ধ করছে মোট রাজস্বের ৬০ ভাগ ও বাণিজ্যের ৭৮ ভাগ জোগান দিয়ে। তবু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অসততা ও মিথ্যাচার মুছে দিচ্ছে চট্টগ্রামের হাজার বছরের ব্যবসায়িক ঐতিহ্য।

মাসিক হারে চাঁদা দিতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে চট্টগ্রামের ছোট-বড় সব ব্যবসায়ী। একই সাথে সরকারি-বেসরকারি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান -গুলোও তথৈবচ। তবে কোনো সৎ দৃঢ়চেতা কর্মকর্তা যদি অস্ত্রের ভাষা বুঝতে সময় নেন?

'মাত্র ৫০ টাকা খরচ হবে আমার। আপনি আমার কথামতো টাকাটা দিলে সে খরচও বেঁচে যায়, সেই সাথে আপনার মূল্যবান প্রাণ!...' মধ্যরাতের নিস্তব্ধতা চিরে বেজে ওঠা টেলিফোন হাতে নিতেই চট্টগ্রাম আগ্রাবাদ শাখার এক বিদেশী ব্যাংকের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাকে এ কথাগুলো শুনিয়েই রেখে দিলো তার রিসিভার। পরদিন চাহিদামতো টাকা দিতে বাধ্য হলেন নিরুপায় এ কর্মকর্তা। চট্টগ্রামে এটাই স্বাভাবিক চিত্র।

চাঁদার অংক ৫০০ টাকা থেকে ৩০,০০০ বা তার কিছু বেশিও হতে পারে। তবে চাঁদাটা যে করেই হোক আগ্রাবাদ কমার্স কলেজের ছাত্র সংসদের প্রতিনিধিত্বকারী কারো হাতে চাহিদামাফিক পৌঁছাতে হবে। এসব অবশ্য শুভেচ্ছা কুপন বা ঈদ বখশিশ বা অন্য কোনো বিশেষ উপলক্ষে তারা চায়, চাঁদা হিসেবে নয়।

নগরীর প্রতিটি বাণিজ্যিক এলাকার আশপাশে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই আছে, বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারের রাজনৈতিক মতাবলম্বী ছাত্র সংগঠন যেসব কলেজের সংসদে আছে, তাদের আধিপত্য অক্ষুণ্ন রাখতে সেসব এলাকায় চাঁদাবাজি সরবে-নীরবে সবক'টি প্রতিষ্ঠানে প্রাত্যহিক নিয়ম হয়ে উঠেছে।

চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন সময় রাজপথে দেখা গেলেও গত প্রায় দশ বছরে পরিস্থিতি অবনতির দিকেই গেছে বলে মনে করছে ভুক্তভোগী ব্যবসায়ীরা।

১ জানুয়ারি '৯৮। সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজি ঠেকাতে টেরীবাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি আলহাজ নূর মোহাম্মদ এলাকার ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিতরণ করলেন হকিস্টিক ও হুইসেল। ব্যবসায়ীরা বললেন, সন্ত্রাসী চাঁদাবাজ প্রতিরোধ করে নির্বিঘ্নে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার লক্ষ্যে আত্মরক্ষার হাতিয়ার হিসেবেই তাদের এ পদক্ষেপ গ্রহণ। অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত সন্ত্রাসীদের এভাবে আদৌ প্রতিরোধ সম্ভব কি?

'৯৮তে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চট্টগ্রামের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ও বিভিন্ন সন্ত্রাসী তৎপরতার পর অস্ত্র উদ্ধারে চরম ব্যর্থতার জন্য দায়ী করেন পুলিশ প্রশাসনকে। পুলিশ প্রশাসন এরপর বেশ দমন-পীড়ন চালায়, গ্রেপ্তার করে সরকারদলীয় এবং বিরোধীদলীয় কিছু নেতা- কর্মীকে। এদের মধ্যে সাবেক ছাত্রলীগ নেতা প্রভাবশালী আওয়ামী লীগ নেতা আজম নাছির, কমিশনার পদপ্রার্থী ছাত্রলীগ নেতা পিংকু দাশ অন্যতম। পরবর্তীতে অবশ্য আজম নাছির জামিনে মুক্তি পান। কমার্স কলেজ ছাত্রলীগ নেতা মাছ কাদের গ্রেপ্তার হয়েছিলো অস্ত্রসহ ২০০০ সালে। এখন সে কারাগারে। কথায় বলে 'ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়'। বর্তমান পরিস্থিতিতে জনমনে যে আতংক তা পর্যালোচনা করলে সঙ্কটময় এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ দুরূহ বলেই মনে করছেন অনেকে।

১ জানুয়ারি ২০০০ চট্টগ্রাম চেম্বার আহূত সন্ত্রাস বিরোধী এক সমাবেশ থেকে ব্যবসায়ী সংগঠন-সমূহ উদ্বেগ প্রকাশ করে উপর্যুপরি হরতাল ও নিত্যনৈমিত্তিক সহিংস ঘটনায় জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে বলে।

চলতি বছর জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ মাসে প্রায় পাঁচ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে কেবল চট্টগ্রামে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে হরতালের কারণে। দৈনিক ৩০ কোটি টাকার গার্মেন্টসসহ ৬০ কোটি টাকার শিল্পোৎপাদন ব্যাহত হয় হরতালের কারণে। হিমায়িত খাদ্যশিল্পে ৩ কোটি টাকার দৈনিক ক্ষতি গুনতে হয়।

৮ জানুয়ারি ২০০১ চট্টগ্রাম চেম্বার সভাপতি স্বাক্ষরিত এক প্রেস রিলিজে বলা হয়, 'সামগ্রিকভাবে হরতালের কারণে বিপুল ক্ষয়ক্ষতির জন্যে বছরের শুরুতে রপ্তানিমুখীসহ বিভিন্ন শিল্পখাত ও বাণিজ্য দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। চট্টগ্রামের এই অঞ্চলিক হরতালের কারণে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো ঢাকায় মাইগ্রেট করছে। চট্টগ্রামে FDI আসছে না।

৬ ডিসেম্বর ২০০০ চট্টগ্রাম চেম্বারের উদ্যোগে আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক জনাকীর্ণ সমাবেশে ঘোষণা দেয়া হয়, সন্ত্রাসবিহীন বাণিজ্য নগরী ও নিরাপদ জীবন গড়ে তোলার লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে বৈঠক ও চেম্বারের নেতৃত্বে সমন্বিত কমিটি গঠন করে। এ সভায় বিজিএমইএ'র পরিচালক নাসির উদ্দিন চৌধুরী প্রশাসনিক চাঁদাবাজি প্রসঙ্গে বলেন, 'এক লাখ টাকা দেয়া না হলে বন্ড লাইসেন্স ইস্যু করা হয় না।'

আন্দরকিল্লা জামে মসজিদ এলাকায় চট্টগ্রাম আইন কলেজ ছাত্র সংসদ ক্ষমতাসীন দলের অনুসারী। জাতীয় দিবস এবং বছরের বিভিন্ন সময়ের

'বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নাগরিক সুবিধা কম। এখানেও কম। চট্টগ্রামে মাস্তান বাহিনীর অত্যাচার চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে'
আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী

'জনপ্রতিনিধি হিসেবে প্রশাসনের কোনো সহযোগিতা পাই না, যা ছাত্রলীগের সাধারণ সদস্যও পায়'
জাফরুল ইসলাম চৌধুরী

'চট্টগ্রামের উন্নয়নের পথে বড় বাধা রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা। আকার্যকর করে দিলে অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে'
এম এ লতিফ

অনুষ্ঠান উপলক্ষে এলাকার দোকান-গুলোতে পৌঁছে যায় শুভেচ্ছা কুপন। দোকান মালিক ব্যবস্থা করেন সেসব কুপনে লেখা অংক সংসদ নেতাদের কাছে পৌঁছানোর। কখনো অন্য এলাকার সন্ত্রাসীরা এ সুযোগ নিতে গেলে অভিযোগ পেয়ে এলাকার প্রভাবশালী নেতার আদেশ আসে 'সুযোগ পেলে পা ভেঙে দেন'। পুলিশি অ্যাকশনও হয়। তবে সংসদের কেউ হলে কোনো ওজর-আপত্তির সাহস কারো নেই 'শুভেচ্ছা কুপন' প্রত্যাহারের। পেছনের অন্ধ-কার শক্তি সম্পর্কে সজাগ প্রত্যেকে। বলেন, 'জানের ভয় কার নাই, কন?'

ও.আর নিজাম রোড এলাকা উচ্চবিত্তদের সাধারণ বিপণি এলাকা হিসেবে খ্যাত। জিইসিমোড় সেন্ট্রাল প্লাজা, সুইট ম্যাক্স, আড়ং, আর্চিস গ্যালারি, হলমার্ক সব আছে। কিন্তু এই এলাকার একশ' গজের মধ্যে এমইএস কলেজ। এখানকার সরকার দলীয় ছাত্র সংসদের সাবেক ছাত্রনেতা মামুনুর রশীদ মামুন বর্তমানে ওয়ার্ড কমিশনার। যার সাথে সংঘর্ষের কারণে গত বছর ঈদের আগ মুহূর্তে গ্রেপ্তার হন বিরোধী দলীয় সাংসদ মোর্শেদ খান।

'আমরা সবাই রাজস্ব দিয়ে ব্যবসা করছি। চোরাকারবারী ধরার নামে আমাদের অযথা হয়রানি করা হয়, সীমান্ত এলাকায় ধরা হোক তাদের! এখানে অবৈধ মাল কোথেকে আসবে'

হাজী এস এম হারুনর রশীদ

'এলাকায় এসোসিয়েশন হবে— খুব সহসাই ব্যবসায়ীদের ডাকবো। সন্ত্রাস এবং যানজট থেকে এ এলাকা অচিরেই মুক্ত হবে'

নূরুল ইসলাম

'পুলিশ প্রহরায় সন্ত্রাসী কর্মকান্ড হয়। এতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ব্যবসায়ীরা। ক্ষমতায় যিনি থাকেন দায়ভার তারই। বিস্ফোরণোন্মুখ হয়ে হয়তো ব্যবসায়ীরা রাজপথে আবার নামবে'

ছালাউদ্দিন

ও.আর নিজাম রোডের আধ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে ব্যবসায়ীরা সর্বক্ষণ সন্ত্রস্ত। সেন্ট্রাল প্লাজার যেসব দোকান পুরুষদের সৌখিন আইটেম দিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিলো তারা এখন মেয়েদের আইটেম বিক্রি করছে। সম্প্রতি একটি টেইলারিং শপ উদ্বোধনের পর কমিশনার মামুন সেখানে গেলে তারা ছবি তুলে দর্শনীয় স্থানে লাগিয়ে রেখেছে। যেন তাদের ব্যবসা বিঘ্নিত না হয়। গত ঈদে আড়ং এবং আশপাশের পাঞ্জাবির দোকানগুলো যাচ্ছেতাই লুট হয়েছে— ভয়ে কেউ মুখ খোলেনি। এমইএস কলেজের ছাত্র সংসদের কেউ কারাগারে গেলে এই এলাকার নামকরা হোটেলগুলো বাধ্য হয় চাহিদা মতো বিরিয়ানি পোলাও সরবরাহ করতে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ব্যবসায়ীদের সূত্রে জানা যায়, Compromise করেই তারা চলছে।

চট্টগ্রাম চেম্বার এন্ড কমার্স সভাপতি সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আমরা পাইনি। সবকিছু ঢাকাকেন্দ্রিক হওয়ায় সারা দেশ চট্টগ্রাম বন্দরের ওপর নির্ভর করলেও বিকেন্দ্রীকরণ হচ্ছে না। ব্যবসায়ীদের জন্যে ইস্যুবিহীন ঘন ঘন হরতাল ভীষণ ক্ষতি করছে।' সন্ত্রাস প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'বর্তমানে অনেক নিয়ন্ত্রিত।' আগ্রাবাদ এলাকায় কমার্স কলেজ ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় চাঁদাবাজি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'এভাবে চাঁদা নিতে যাওয়া উচিত নয়। তবে অনুষ্ঠানে আবদার করে কেউ কেউ চায়। কেউ ভিক্টিমাইস্ হয়। তবে আমরা এ পর্যন্ত কমার্স কলেজের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ পাইনি।' এক পর্যায়ে কিছুটা ক্ষেপে গিয়ে বলেন, 'কমার্স কলেজের জন্যে ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে— এটা আমি মেনে নিতে পারছি না। গ্রুপ-ট্রুপ আছে শোনা যায় 'I don't know.' সেই সাথে তিনি এও বলেছেন, আগের চেয়ে পরিস্থিতি অনেক Improved.

চেম্বারের সহ-সভাপতি এমএ লতিফ বলেন, 'চট্টগ্রামের উন্নয়নের পথে বড় বাধা রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা। বন্দরনির্ভর নগরী হিসেবে বন্দরকে আকার্যকর করে দিলে অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে , জাতি বেকায়দায় পড়বে এটা বোঝে না কেউ। গত সরকার ক্ষমতায় থাকাকালে আওয়ামী লীগ বন্দর অচল করাতে যে ক্ষতি হয়েছে তা এখনো পূরণ হয়নি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েও এবার চট্টগ্রাম এলেন না। দু'বছর আগে থেকে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে। আমরা মনিটরিং করছি দু'মাস হয়ে গেলো। আবার কিছু করবো। সমস্যা হচ্ছে, সত্য কথা বলতে গেলেই রাজনৈতিকভাবে রঙ চড়ানো হয়। এটা খুব নোংরা মনে হয় আমার কাছে। সমালোচনার ফলে যে নিজেদের শোধরানোর সুযোগ থাকে সেটা অনেকে বোঝে না।'

কমার্স কলেজ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'একসময় এটা মাথাব্যথা ছিল। এখন একটু কমে এসেছে। তবে হচ্ছে কিছু, অভিযোগ করছে না কেউ এমনও হতে পারে। হয়তো ব্যবসায়ীদের কাছে সহনীয় হয়ে গেছে। সিটি কলেজের ক্ষেত্রেও তাই, এমইএস কলেজের ক্ষেত্রেও তাই। তবে পুলিশ কেন ধরতে পারে না এদের? আসলে সারা পৃথিবীতে Insecure পলিটিক্সই ধ্বংসের মূল কারণ। এ ধারা পরিবর্তন না হলে সন্ত্রাস কমবে না'।

বিরোধীদলীয় সাংসদ বিশিষ্ট শিল্পপতি জাফরুল ইসলাম চৌধুরী সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'সারা বাংলাদেশেই ব্যবসার পরিস্থিতি খারাপ। চট্টগ্রামে সরকারের ভ্রান্ত নীতিমালা, শেয়ার মার্কেটে ধস, অর্থনীতির মেরুদন্ড ধ্বংস করে দিয়েছে। বিগত সরকারের আমলে নিয়ন্ত্রণ ছিল, এই সরকার নিয়ন্ত্রণ তুলে নিয়েছে। চোরাচালান, সন্ত্রাস এতো বেড়েছে! জনপ্রতিনিধি হিসেবে প্রশাসনের কোনো সহযোগিতা পাই না, যা ছাত্রলীগের সাধারণ সদস্যও পায়। ফলে দলের ছত্রছায়ায় রাজনৈতিক সন্ত্রাস বেড়েছে। সরকার এসব প্রশ্রয় না দিলে সামাজিক অবস্থা অনেক পরিবর্তিত হতো

তিনি দৃঢ়ভাবে বলেন, ব্যবসায়ীরা ঐক্যবদ্ধ। ব্যবসায়িক স্বার্থে কোনো রাজনীতি চলে না। তিনি চাঁদাবাজিকে ব্যক্তিগতভাবে 'জঘন্য অপরাধ' বলে মনে করেন। বলেন, ঘৃণা করি চাঁদাবাজিকে, তবে স্বেচ্ছায় দিলে অন্য কথা। কমার্স কলেজ, সিটি কলেজ,

এমইএস কলেজ সম্পর্কে সবাই জানেন। তিনি মনে করেন, ভবিষ্যতে তার দল ক্ষমতায় গেলে খাতুনগঞ্জসহ বাণিজ্যিক এলাকাগুলোয় সকল সমস্যা পর্যায়ক্রমে সমাধান করা হবে।

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের চেয়ারম্যান, বিরোধীদলীয় সাংসদ আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, যেহেতু ব্যবসা-বাণিজ্য সব ঢাকাকেন্দ্রিক, প্রাতিষ্ঠানিক প্রধান কার্যালয় ঢাকায় দৈনন্দিন কার্যক্রম, সিদ্ধান্ত সব ঢাকায় হচ্ছে। ব্যবসায়ী মহল প্রায়ই ঢাকায় কাটায়, এটাই স্বাভাবিক মনে করছে তারা। এতে বঞ্চিত হচ্ছে চট্টগ্রামবাসী। ব্যাহত হচ্ছে বিনিয়োগ কার্যক্রম। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নাগরিক সুবিধা কম। এখানেও কম। চট্টগ্রামে অবনতির সঙ্গে সঙ্গে মাস্তান বাহিনীর অত্যাচার চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে।

চট্টগ্রাম চেম্বারের সাবেক সভাপতি আমীর খসরু আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের প্রথমবারের মতো চট্টগ্রামে আনেন অভ্যন্তরীণ সম্পদের সদ্ব্যবহারের জন্য। চট্টগ্রামে স্টক এক্সচেঞ্জ স্থাপনে প্রধানত ভূমিকা ছিল তার। তিনি বলেন, রাজনৈতিক অঙ্গীকার প্রয়োজন– যা নেই। সবাই জানে কারা সন্ত্রাসী পুষছে, ব্যবসায়ীরা জানে চাঁদাবাজরা কাদের লোক। আমার তো কোনো ক্ষমতা নেই। জনপ্রতিনিধি হলেও। গত ৫ বছর ক্ষমতায় থাকাকালে আমি তো এমন কিছু করিনি আমার লোকদের দিয়ে– যা গণবিরোধী। প্রতিশোধে আমি বিশ্বাস করি না। এমপি'র আইনগত দিক কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি। আমারগুলো কেটে লুটপাট আত্মসাৎ করে ক্ষমতাসীন দল তাদের কাজে লাগিয়েছে।

তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন, শিক্ষিত ছেলেরা ব্যবসায় আসবে। পরিবর্তন হবে বর্তমান ব্যবসা পদ্ধতি।

চট্টগ্রাম দোকান মালিক সমিতি ফেডারেশন সভাপতি আলহাজ ছালাউদ্দিন এই প্রতিবেদককে বলেন, চট্টগ্রামে যে কোনো আন্দোলনের সূত্রপাত। যুদ্ধবন্দী হয়ে দেশে ফিরেছিলাম, দেশ গড়েছি ঐক্যবদ্ধভাবে। '৯৬-এ তৎকালীন বিরোধী দলের দাবি ছিল চট্টগ্রামকে বাণিজ্যিক রাজধানী করার। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দিলেন স্টক এক্সচেঞ্জ। বিভিন্ন ব্যাংকের সদর দপ্তর নৌদপ্তর, নেভি-চট্টগ্রামেই হবে। বর্তমান মেয়রও সেই দাবি করেছিলেন। আজ তারা ক্ষমতায়। আসলে রাজনীতির মঞ্চ হচ্ছে নাটকের মঞ্চ। চট্টগ্রামকে নিয়ে যারা খেলছে তাদের কাছে প্রশ্ন– কথা ও কাজে যতদিন সঙ্গতি হবে না ততদিন কেন মিথ্যে আশ্বাস দেন?

তিনি বলেন, '৩ জানুয়ারি ২০০০-এর পর আর সন্ত্রাস-বিরোধী সমাবেশ করিনি। সন্ত্রাসীর হাতে এ পর্যন্ত বেশ ক'জন ব্যবসায়ী নিহত হয়েছে। কেসি দে রোডের জুয়েলার্স সমিতির সম্পাদক নরেশ বাবু নিহত হন প্রকাশ্যে। তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রফিকুল ইসলাম বীরোত্তম আশ্বাস দিয়ে গেলেও আজো এর সুরাহা হয়নি। রেয়াজউদ্দীন বাজারের মুরগি ব্যবসায়ী মাবুদ সওদাগর ৪ বছর আগে নিহত হন প্রকাশ্যে সন্ত্রাসীর গুলিতে। তামাকু-মণ্ডীতে দশ লাখ টাকা ছিনতাই হয় '৯৯তে। '৯৪ সালে এপোলো শপিং সেন্টারে সোনার দোকান লুট ইত্যাদি অনেক উদাহরণ দেয়া যায়।

ছালাউদ্দিন বলেন, নিজেদের ক্ষুদ্র ক্ষমতায় অনেক ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হয় না। পুলিশ প্রহরায় সন্ত্রাসী কর্মকান্ড যেখানে হয়। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ব্যবসায়ীরা। ক্ষমতায় যিনি থাকেন দায়ভার তারই। বিস্ফোরণোন্মুখ মুখ হয়ে হয়তো ব্যবসায়ীরা রাজপথে আবার নামবে।'

কাজীর দেউড়ী এলাকায় জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কার্যালয়। এই এলাকায় ব্যবসায়ীদের চাঁদা দাবিদার এরা। তাই মাস ছয়েক আগে প্রতিপক্ষের গুলিতে নিহত ছাত্রদলের জনৈক ছাত্রনেতার লাশ দেখে প্রকাশ্যে দিবালোকে ব্যবসায়ীদের বলতে দেখা যায়, 'একটার অত্যাচার থেকে তো বাঁচলাম।'

ছিনতাইকারী প্রতিরোধকালে খাতুনগঞ্জের দোকানী এই স্থানে নিহত হয়

খাতুনগঞ্জ চাকতাইয়ের ক্ষয়িষ্ণু ব্যবসা

'প্রাচ্যের ওয়ালস্ট্রিট' খ্যাত খতুনগঞ্জের ব্যবসায়ীরা অনেকটা হতাশ। সারা দেশের ব্যবসা এক সময় এখান থেকেই নিয়ন্ত্রিত হতো। সুদূর বার্মা, আফ্রিকা ও মালাক্কা প্রবাসী থেকে বিশাল বিশাল নৌকা (গয়না নৌকা) চাকতাই খাল দিয়ে এসে ভিড়তো। আজ সেসব ইতিহাস। সম্প্রতি চাকতাই খাল ড্রেজিং প্রকল্পের উদ্বোধন হলো। ব্যবসায়ীরা এতে কতোটা লাভবান হবে ভবিতব্যই জানে।

চট্টগ্রামের আড়তদারদের ওপর নির্ভরশীল দেশের অন্যান্য অঞ্চলের আড়তদাররা এখন ঢাকায় ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্রীভূত করে ফেলেছেন। কন্টেইনার আমদানিকৃত মালামাল ঢাকায় খালাস হচ্ছে। এর পেছনে চট্টগ্রাম শুল্ক ভবনের লাগামহীন লাল ফিতার দৌরাত্ম্য অনেকাংশে দায়ী। পরিণতিতে ইন্ডেন্টিং ও ক্লিয়ারিং ফরোয়ার্ডিং ব্যবসা রাজধানীতে শ্রেণীভূত হচ্ছে। চট্টগ্রামে আমদানি-রপ্তানিনির্ভর ব্যবসায়ী ও সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এতে বিশাল ব্যবসায়িক সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

চট্টগ্রামের অন্যান্য ব্যবসায়িক এলাকার চেয়ে এখানে হৃদ্যতা অনেক বেশি ব্যবসায়ীদের পরস্পরের মধ্যে– এমন দাবি স্থানীয় ব্যবসায়ীদের। তবে সন্ত্রাস এবং যানজটের মতো প্রধান দু'টি জটিলতম সমস্যা এখানকার ব্যবসার অগ্রগতির প্রধান অন্তরায় মনে করছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। দীর্ঘদিনের এসব সমস্যা সমাধানের কার্যকর উদ্যোগ নেয়া হয়নি কেন?

চট্টগ্রাম চেম্বার অব কামার্স বার বার

'কেবল মৌখিক প্রতিশ্রুতিতে বাণিজ্যিক রাজধানী হয় কি? অবকাঠামোগত উন্নয়নের চেষ্টা কোনো সরকার করেনি, কোনো জনপ্রতিনিধিও করেনি'
ছগির আহমদ

ঘোষণা দিয়ে এসেছে 'সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবসায়ীরা চেম্বারের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়বে।' বাস্তবে এ ধরনের কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেয়নি চেম্বার। ক্ষোভ রয়েছে সাধারণ ব্যবসায়ীদের মধ্যে।

খাতুনগঞ্জকে 'প্রাচ্যের ওয়ালস্ট্রিট' বলা হতো। সারা দেশের ব্যবসার কেন্দ্র ছিল এক সময়। এখন সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজি, খুন– এখানকার সাধারণ চিত্র। শত বছরের প্রতিষ্ঠিত সৎ ব্যবসায়ী হয়ে যায় দেউলিয়া। তেমনি একজন সুশীল রাজগরিয়া। কয়েক পুরুষ ধরে তাদের ব্যবসায়ি এবং স্থাপনা খাতুনগঞ্জে। হঠাৎ সব এলোমেলো। কোটি কোটি টাকার বাড়ি, জমি, পিতৃপুরুষের ভিটে-মাটি ছেড়ে পাড়ি জমালেন ভারতে। ১৩ মাসের ব্যবধানে খুন হন লেদু সওদাগর এবং দোকান কর্মচারী শহীদ। মাসব্যাপী কালো পতাকা অর্ধনমিত থাকে খাতুনগঞ্জে।

এরপর বেশ ক'টি দেউলিয়াপনার ঘটনা ঘটে খাতুনগঞ্জে। সর্বশেষ মার্চ খাতুনগঞ্জের ব্যবসায়ী মাহবুব। এর আগে মিলন চৌধুরী, কেবল টোকেন দিয়ে এদের সঙ্গে ব্যবসা করতো লাখ থেকে কোটি টাকার, কিন্তু মানুষ তারা বড়ই সাধারণ। তাই সহজে বিশ্বাসও করেন। ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে যায়। শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী, বিরোধীদলীয় এমপি আছেন এ এলাকায়। সেপ্টেম্বর ২০০০ সালে তারা চেম্বারের সঙ্গে বসে আলোচনা এবং পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্যোগ নেন। ব্যস, আর কোনো অগ্রগতি নেই। হতাশ সাধারণ ব্যবসায়ীরা ক্ষুব্ধ স্বরে বলেন, 'নিজেরাই উদ্যোগ নিচ্ছি সমাধানের'। খাতুনগঞ্জ, চাকতাই, আছাদগঞ্জ, আমিন মার্কেটে ১২টি সমিতি, এসব সমিতির মধ্যে চাকতাই শিল্পবণিক সমিতি, খাতুনগঞ্জ ব্যবসায়ী সমিতি, খাতুনগঞ্জ আড়তদার কল্যাণ সমিতি, আমিন মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতি অন্যতম।

খাতুনগঞ্জ ব্যবসায়ী সমিতির নেতা আলহাজ ছগির আহমদ এই প্রতিবেদককে বলেন, 'পর্তুগিজ, মোগল, ইংরেজ শাসন আমল থেকে এই এলাকাটি ব্যবসা কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। পাকিস্তান আমলেও সিংহভাগ রাজস্ব চট্টগ্রাম থেকে আসতো। এখন স্বাধীন দেশ, এখনো একই পরিমাণ রাজস্ব দেবার পরও এতো বৈষম্য কেন চট্টগ্রামের প্রতি? কেবল মৌখিক প্রতিশ্রুতিতে বাণিজ্যিক রাজধানী হয় কি? অবকাঠামোগত উন্নয়নের চেষ্টা কোনো সরকার করেনি, কোনো জনপ্রতিনিধিও করেনি। জনপ্রতিনিধিরা রহস্যজনকভাবে হঠাৎ নিশ্চুপ হয়ে যান। অথচ মিলন চৌধুরীকে ব্যাংক দেউলিয়া ঘোষণা করার পরপরই চেম্বারের সঙ্গে সবাইকে ডেকে ব্যবসায়ীদের ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানিয়েছিলেন তারাই। পরবর্তীতে তাদের অগ্রগতি না দেখে আমরা নিজেরাই নিজেদের সমাধানের উদ্যোগ নিচ্ছি।'

জানুয়ারি ২০০০-এর মাঝামাঝি রমজানে খাতুনগঞ্জের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী লেদু সওদাগর সন্ত্রাসীদের প্রতিরোধ করতে গিয়ে নিহত হন। সেই মামলার কোনো সুরাহা হবার আগেই গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০০১ ছিনতাইকারীদের গুলিতে নিহত হয় নিউ গাওসিয়া ইলেকট্রিক স্টোরের টেকনেশিয়ান শহীদুল ইসলাম শহীদ। সকাল সাড়ে ৮টায় ছিনতাইকারীদের দেখে তাদের প্রতিরোধের জন্য অন্যান্য স্থানীয় ব্যবসায়ীদের আহ্বান জানাতে গিয়েই ১৮ বছরের এ যুবকটির দিকে গুলি ছোড়া হয়। এর প্রতিবাদে সেদিন খাতুনগঞ্জের সকল দোকানপাট বন্ধ ও যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়। এক দিনের ধর্মঘট পালিত হয়।

চাকতাই শিল্প বণিক সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক ফয়জুল্লাহ বাহাদুর বলেন, 'আগেও এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যা পত্রিকায় আসেনি। তখন প্রশাসন তৎপর হলে বারবার এভাবে হত্যা, ছিনতাই, চাঁদাবাজি হতো না।'

'সন্ত্রাসী চাঁদাবাজ প্রতিরোধ করে নির্বিঘ্নে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার লক্ষ্যেই হকিস্টিক ও হুইসেল বিতরণ করা হয়'
নূর মোহাম্মদ

এই সমিতির সিনিয়র সহ-সভাপতি হাজি এসএম হারুন-অর-রশীদ বলেন, 'খাতুনগঞ্জে ব্যবসা না হলে চাকতাইতেও ভীষণ সমস্যা হয়। এ অবস্থা কিছুদিন চললে শুধু বিল্ডিংগুলোই থাকবে।' তিনি ক্ষুব্ধ স্বরে বলেন, আমরা সবাই রাজস্ব দিয়ে ব্যবসা করছি। চোরাকারবারী ধরার নামে আমাদের অযথা হয়রানি করা হয়, সীমান্ত এলাকায় ধরা হোক তাদের! এখানে অবৈধ মাল কোত্থেকে আসবে?

আড়তদার কল্যাণ সমিতির সভাপতি মোঃ জসিমউদ্দিন বলেন, পূর্বের ঘটনার ধারাবাহিকতায় ঘটছে এসব সন্ত্রাসী ঘটনা। তবে এ এলাকার ব্যবসায়ীরা সোচ্চার বলে চট্টগ্রামের অন্যান্য বাণিজ্যিক এলাকার মতো মাসিক চাঁদা কাউকে দিতে হয় না।

খাতুনগঞ্জ, চাকতাই এলাকার ব্যবসায়ীরা মনে করেন by name cheque ব্যাংকের dishonour হলে এক বছর কারাদণ্ডের নিয়ম (এ সরকারের আমলে হয়েছে) পরিবর্তন করে যতোদিন ব্যবসায়ীদের (আমানত) টাকা ফেরৎ দিতে পারবে না ততোদিন কারাদণ্ডের নিয়ম করে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা উচিত। তাৎক্ষণিক কোনো তদন্ত কখনোই না হওয়ায় আইনি কোনো পদক্ষেপ বাস্তবে নেয়া হয় না এমন অভিযোগ ভুক্তভোগী ব্যবসায়ীদের।

এ ব্যাপারে বিশিষ্ট শিল্পপতি, শিক্ষানুরাগী নূরুল ইসলাম বিএসসি সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'যুগের চেয়ে আমি অনেক বেশি এগিয়ে আছি।' তবে খাতুনগঞ্জের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হিসেবে তিনি বলেন, 'এলাকায় এসোসিয়েশন হবে– খুব সহসাই ব্যবসায়ীদের ডাকবো। তিনি সন্ত্রাস এবং যানজট থেকে এ এলাকা অচিরেই মুক্ত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সাম্প্রতিক সময়ে সরবে-নীরবে সর্বত্র চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, প্রকাশ্যে অপহরণ এবং হত্যা, ছিনতাই চরম আকার ধারণ করেছে বলে ব্যবসায়ী মহল মত প্রকাশ করেন। সেই সঙ্গে মরার ওপর খাঁড়ার ঘা এর মত জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বারবার হরতালে যেন মুখ থুবড়ে পড়ছে ব্যবসার স্বাভাবিক গতি– এমন মত জনৈক ব্যবসায়ীর।

এসবের বিরুদ্ধে ব্যবসায়ীরা কখনো কখনো ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপ নিয়ে রাজপথে নামলেও সেসব ছিল খুবই সাময়িক। হরতালের বিরুদ্ধে তেমন সক্রিয় কোনো পদক্ষেপ চট্টগ্রামের ব্যবসায়ীদের নিতে দেখা যায়নি– রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছে আবেদন-নিবেদন ছাড়া। যদিও ৩ জানুয়ারি ২০০০ চেম্বার অব কমার্স আহূত সন্ত্রাস বিরোধী সমাবেশে ঘোষণা দেয়া হয়েছিল– রাজনৈতিক দলসমূহের কোনটি সন্ত্রাসীদের তালিকা তৈরি, সন্ত্রাস ও হরতাল সম্পর্কে ঐকমত্য না হলে তাদের সামাজিকভাবে বর্জন এবং মার্চ ২০০০ থেকে ব্যবসায়ীরা বন্দর, পরিবহন খাত অচল করে দেবে। ব্যাংক সুদ দেবে না মর্মে সরকারের প্রতি হুঁশিয়ারি দেয়। সেসবের কোনটিরই পরবর্তীতে বাস্তব প্রকাশ দেখা যায়নি রহস্যজনক কারণে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অধিকাংশ ব্যবসায়ী বলেই কি?

প্রাচ্যের 'ডান্ডি' 'প্রাচ্যের ওয়ালস্ট্রিট' চট্টগ্রাম পুনরুজ্জীবিত হোক– নিঃশেষ হওয়া থেকে উদ্ধার করা হোক চট্টগ্রামকে। আসন্ন নির্বাচনের আগে সেই মানসিকতা এবং অঙ্গীকার সব রাজনৈতিক দলের কাছে চট্টগ্রামের ব্যবসায়ীদের। সুশীল সমাজ, শক্তিশালী অর্থনৈতিক অবকাঠামোর দাবি নৈতিক বলে মেনে নেবে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এমন আশাবাদ সুধীজনের।